খরিপ-২ কর্মপরিকল্পনা

অর্থবছর: ২০২৩-২০২৪

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সিলেট

খরিপ-২ কর্মপরিকল্পনা

অর্থবছর: ২০২৩-২০২৪

প্রস্তুতকারী:
সৈয়দ আব্দুস সবুর
এসএএও
অত্র দপ্তর

যাচাইকারী:
মো: ফারুক হোসাইন
অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য)
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সিলেট

মো: আনিসুজ্জামান
অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি)
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সিলেট

দেবল সরকার
অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান)
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সিলেট

সম্পাদনা:
মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন
জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সিলেট

সার্বিক সহযোগিতায়:
মোহাম্মদ খয়ের উদ্দিন মোল্লা
উপপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সিলেট

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সিলেট

সূচিপত্রঃ

ক্র. নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	৪
২	মানচিত্রে সিলেট জেলার উপজেলাসমূহ	৫
৩	এক নজরে সিলেট জেলার মৌলিক তথ্য:	৬
৪	২০২১-২২ অর্থ বছরের সিলেট জেলায় মাসভিত্তিক ও বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের তথ্য	৯
৫	সিলেট জেলায় বিদ্যমান শস্য বিন্যাস	১০
৬	সিলেট জেলায় চলমান প্রকল্প ও প্রকল্পভুক্ত উপজেলাসমুহ	১১
৭	ফসল আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল	১২
৮	খরিপ-২/২০২৩-২৪ মৌসুমে ফসল আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা	১৩
৯	নিবিড় বার্ষিক ফসল উৎপাদন কর্মসূচি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে খরিপ-২ /২০২৩-২৪ মৌসুমে বিভিন্ন ফসলেব আবাদ ও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার উপজেলাওয়ারী বিভাজন	১৪
১০	রোপা আমন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার সাথে টাইম ফ্রেম নির্ধারণ	১৫
১১	সম্ভাব্য বীজের চাহিদা ও উৎস	১৬
১২	রোপা আমন ফসলের জনপ্রিয়/বিস্তারযোগ্য জাতসমুহ	১৬
১৩	সম্ভাব্য রাসায়নির সারের চাহিদা	১৬
১৪	সেচ যন্ত্রের বিবরণ	১৬
১৮	সম্পূরক সেচ পরিস্থিতি	১৬
১৯	খরিপ-২/২০২৩-২৪ মৌসুমে বিশেষ সম্প্রসারণ কর্মপরিকল্পনা	১৭
২০	খরিপ-২/২০২৩-২৪ মৌসুমেজমি পতিত থাকার কারণ ও আবাদ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট কৌশল	১৮
২১	খরিপ-২/২০২৩-২৪ মৌসুমে আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির ফসলভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কৌশল	১৯
২২	উপসংহার	২১

ক. ভূমিকা

সিলেট জেলার ভৌগলিক অবস্থান২ ৪°৩৬´´-২৫°১১´´উত্তর অক্ষাংশ হতে ৯১°৩৮´´-৯২°৩০´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। এ জেলার উত্তরে ভারতের মেঘালয় ও খাশিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়, পূর্বে ভারতের আসাম, দক্ষিণে মৌলভীবাজার জেলা ও পশ্চিমে সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলা অবস্থিত। হযরত শাহ জালাল (রঃ) ও হযরত শাহ পরাণ (রঃ)সহ ৩৬০ আওলিয়ার স্মৃতি বিজড়িত সিলেট জেলা সর্বসাধারণের কাছে "পূন্যভূমি" হিসেবে পরিচিত। একে আধ্যাত্বিক নগরীও বলা হয়। পাহাড়, টিলা, চাবাগান, সবুজ বনানী ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পরিবেষ্ঠিত সিলেট জেলাকে প্রকৃতি কন্যাও বলা হয়। সিলেট জেলা ১৩টি উপজেলা ও ০১টি মেট্রোপলিটন নিয়ে গঠিত। ছোট বড় হাওড়, বিল, টিলা, নদ-নদী ও সমতল ভূমির অপূর্ব সমন্বয়ে সিলেট জেলা গঠিত। এ জেলার আয়তন ৩৪৫২.১ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৪১,১১,৭৬৬ জন। কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ২০,২১,২২ ও ২৯ এর অন্তর্গত একটি বৃষ্টিবহুল জেলা। এ জেলার আবাদী জমির শতকরা ২০ ভাগই হাওড় এলাকা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ একটি জেলা। সিলেটের পাথর ও বালুর গুণগতমান দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

জনসংখ্যার দিক থেকে এ জেলায় নারী পুরুষের সমন্বয়ে কৃষক পরিবার ৩৬৮৮১১ টি। তন্মধ্যে ভূমিহীন-১৫%, প্রান্তিক-৪৫%, ক্ষুদ্র-২৩%, মাঝারী-১৩% এবং বড়-৪% কৃষক পরিবার।

এ জেলার আয়তন ৩৪৫২১০ হেঃ। কৃষি জমির পরিমাণ ২১১৬১০ হেঃ। বর্তমানে ফসলের নিবিড়তা ১৭৮%। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩৩,৭৪৬ হেঃ জমিতে আউশ, ১,৪৩,৪৭৩ হেঃ জমিতে রোপা আমন, ৮৫১৫০ হেঃ জমিতে বোরো, ৩০৫ হেঃ জমিতে গম ও ৪২৮ হেঃ জমিতে ভূট্টার চাষ করা হয়। জেলায় উদ্বৃত্ত খাদ্যের পরিমান পরিমান ৮৭২৭০মেঃ টন।

এ জেলার প্রধান প্রধান ফসল হচ্ছে ধান,শাকসবজি ও লেবু জাতীয় ফসল। জেলার বহু সংখ্যক লোক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাস করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করে দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণে এবং বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকারের এসডিজি-২০৩০ ও ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ, নিরাপদ-পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছে।

খ. মানচিত্রে সিলেট জেলার উপজেলাসমূহ

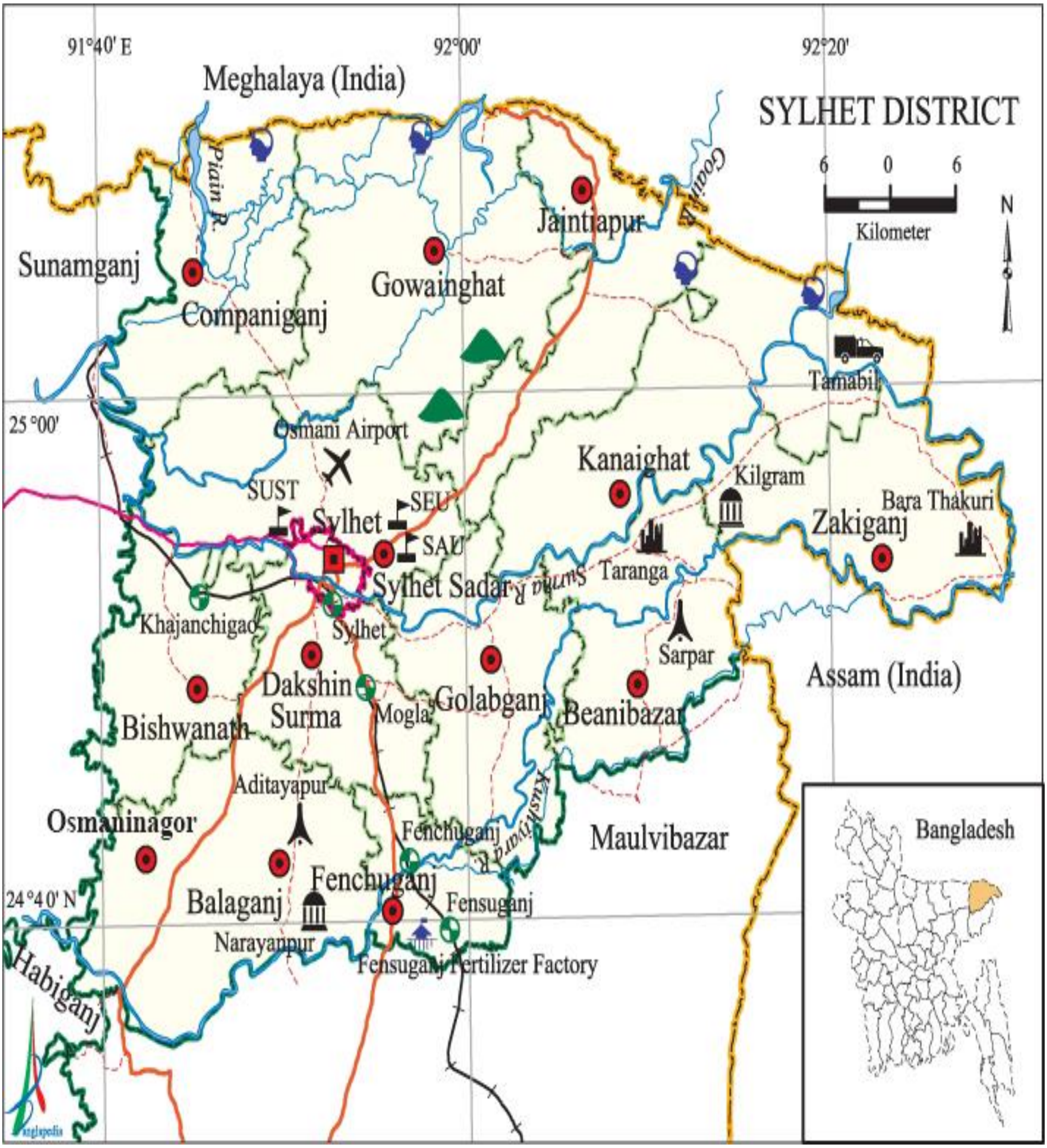

গ. এক নজরে সিলেট জেলার মৌলিক তথ্যঃ

বিবরণ		সংখ্যা/পরিমাণ
জেলার মোট আয়তন(বর্গ কি.মি.)		৩৪৫২.১
জেলার মোট আয়তন (হেক্টরে)		৩৪৫২১০
জেলার মোট পৌরসভার সংখ্যা		০৪টি
জেলার মোট ইউনিয়নের সংখ্যা		১০৫টি
জেলার মোট ওয়ার্ডের সংখ্যা		৯৯৯টি
জেলার মোট ব্লকের সংখ্যা		৩২১টি
জেলার মোট মৌজার সংখ্যা		১৬৯৬টি
জেলার মোট গ্রামের সংখ্যা		৩৭১৮টি
সিটি কর্পোরেশন সংখ্যা		০১টি
জন সংখ্যা	পুরুষ	২০৯৭০০০জন (□□□ □□□□□ □□□□)
	মহিলা	২০১৪৭৬৬জন
	মোট	৪১১১৭৬৬ জন
দারিদ্রতার হার		২১.১৮%
হাট বাজারের সংখ্যা		পাইকারী-০৩টি খুচরা-৪২০টি
শিক্ষার হার		৫২%
জেলার মোট বাৎসরিক বৃষ্টিপাত (মিলিমিটার)		২৪৪২.৮২
কৃষকের ধরণঃ		
ভূমিহীন চাষী		৫৫৩০৪ টি (১৫%)
প্রান্তিক চাষী		১৬৬০৩০ টি (৪৫%)
ক্ষুদ্র চাষী		৮৪৭৯৯টি (২৩%)
মাঝারী চাষী		৪৭৯৩০টি (১৩%)
বড় চাষী		১৪৭৪৮টি (৪%)
মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা		৩৬৮৮১১টি
কৃষি বহির্ভূত পরিবারের সংখ্যা		২৪১২৮০টি
সর্বমোট পরিবারের সংখ্যা		৬১০০৯১টি
মহিলা প্রধান কৃষক পরিবারের সংখ্যা		৯৭৫৪টি
কৃষি উপকরণ কার্ড সংক্রান্ত তথ্যঃ		
বিতরণ কৃত কৃষি উপকরণ কার্ডের সংখ্যা		৩২৪৯৯১টি
সক্রিয় কৃষি উপকরণ কার্ডের সংখ্যা		৩২৪৯৯১টি
কৃর্ষি উপকরণ কার্ডধারী কৃষক সংখ্যা		৩১৫২৫৫জন
কৃর্ষি উপকরণ কার্ডধারী কৃষাণী সংখ্যা		৯৭৩৬জন
১০ টাকার ব্যাংক একাউন্ট এর সংখ্যা		১৬১৫৭১টি
সচল ব্যাংক একাউন্ট এর সংখ্যা		১৫৬৮৯৫টি
বীজ ডিলার	বিএডিসি	৪৯ জন
সার ডিলার সংখ্যা	বিসিআইসি	৯৫ জন
	বিএডিসি	২৬ জন
	খুচরা	৪১৫ জন
	মোট	**৫৩৬ জন**
কীটনাশক ব্যবসায়ীর তথ্য	পাইকারী	২০ জন
	খুচরা	৪৫০ জন
	মোট	**৪৭০ জন**
নার্সারির সংখ্যা	সরকারী	২ টি
	বেসরকারী	২১৪ টি
	মোট	**২১৬ টি**

-চলমান-

বিবরণ		সংখ্যা/পরিমান
হর্টিকালচার সেন্টার	সংখ্যা	১টি
	আয়তন(হেক্টর)	৫.২৬ (১৩ একর)
হিমাগার এর তথ্য	সংখ্যা	০২ টি
	ধারণ ক্ষমতা (মে.টন)	২৯০০
খাদ্য পরিস্থিতিঃ	জন সংখ্যা	৪১১১৭৬৬
	খাদ্য প্রয়োজন (৪৪২গ্রাম/হেড/দিন মেঃটন)	৬৬৩৩৫১.২০৮৮
	বীজ,গো-খাদ্য ও অপচয় মেঃটন (১১.৫৮% ধরে)	৯৭৯৮৩.৪৭৫২
	মোট খাদ্য শস্য চাহিদা.........(খ+গ)	৭৬১৩৩৪.৬৮৪
	মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন (মেঃটন)	৮৪৮৯২৭
	উদ্বৃত্ত(+)/ঘাটতি(-) (মেঃটন)	+ ৮৭২৭০.০৪৪৬২
তেল পরিস্থিতিঃ	তেল প্রয়োজন (৩০মিলিলিটার/হেড/দিন) লিটার	৪৫০২৩৮৩৭.৭
	বীজ ও অপচয় কৃত তৈল) লিটার (উৎপাদনেরএর ৫%=অপচয় মেঃটন এর ৪৫%= ----------লিটার)	১৩৭০৯২.৫
	মোট তেল জাতীয় চাহিদা.........(খ+গ) লিটার	৪৫১৬০৯৩০.২
	মোট তেল জাতীয় শস্য উৎপাদন (মেঃটন)	৬০৯৩
	উৎপাদিত দানা থেকে তৈল লিটার (৪৫% তেল ধরে)	২৭৪১৮৫০
	উদ্বৃত্ত(+)/ঘাটতি(-) (লিটার)	-৪২৪১৯০৮০.২
ডাল পরিস্থিতিঃ	ডাল প্রয়োজন(৬০গ্রাম/হেড/দিন)মেঃটন	৯০০৪৭.৬৭৫৪
	বীজ,গো-খাদ্য ও অপচয় (মেঃটন) (১৫% ধরে)	১৭১.৭৫
	মোট ডালের চাহিদা.. (খ+গ)	৯০২১৯.৪২৫৪
	মোট ডাল জাতীয় শস্য উৎপাদন	১১৪৫
	উদ্বৃত্ত(+)/ঘাটতি(-) (মেঃটন)	-৮৯০৭৪.৪২৫৪
সবজি পরিস্থিতি	সবজি প্রয়োজন (২০০ গ্রাম/হেড/দিন) মেঃটন	৩০০১৫৮.৯১৮
	বীজ ও অপচয় মেঃটন (২৫% ধরে)	২৫৪০৯৩.৭৫
	মোট সবজির চাহিদা.........(খ+গ)	৫৫৪২৫২.৬৬৮
	মোট সবজি উৎপাদন	১০১৬৩৭৫
	উদ্বৃত্ত(+)/ঘাটতি(-) মেঃটন	৪৬২১২২.৩৩২
ফল পরিস্থিতি	ফল প্রয়োজন (১০০ গ্রাম/হেড/দিন) মেঃটন	১৫০০৭৯.৪৫৯
	বীজ ও অপচয় মেঃটন (২৫% ধরে)	২০৯৫৩.৭৫
	মোট ফলের চাহিদা.........(খ+গ)	১৭১০৩৩.২০৯
	মোট ফল উৎপাদন (মেঃটন)	৮৩৮১৫
	উদ্বৃত্ত(+)/ঘাটতি(-) মেঃটন	-৮৭২১৮.২০৯

হাওড় এলাকার তথ্য:

হাওড় এর সংখ্যা	বড়-৩৯টি,ছোট-১৫৯টি =১৯৮টি
হাওড়ের আয়তন (হেক্টর)	৪৭৯৮৫
হাওড়ের আওতায় আবাদযোগ্য জমি (হেক্টর)	৩৬৩৫০
হাওড়ের আওতায় আবাদি জমি (হেক্টর)	৩৫৩২০

বিলের তথ্য:

বিল এর সংখ্যা	২৩২ টি
বিলের আয়তন (হেক্টর)	১১৭১৭
বিলের আওতায় আবাদযোগ্য জমি (হেক্টর)	২১৮০
বিলের আওতায় আবাদি জমি (হেক্টর)	১২৩০

-চলমান-

চরাঞ্চলের তথ্য:	
চরের সংখ্যা	৫৪
চরের আওতায় মোট জমি (হেক্টর)	১৮৪১
চরের আওতায় আবাদি জমি (হেক্টর)	১০১০
চরের আওতায় পতিত জমি (হেক্টর)	৮৩১
খালের সংখ্যা	১৩১টি
নদীর সংখ্যা	বড়-০২টি ,ছোট-৩০টি
বনজ বৃক্ষের আচ্ছাদনের আয়তন (হেক্টর)	৪৫৯০
ঔষধী বৃক্ষ আবৃত জমির আয়তন (হেক্টর)	২১৯
আন্যান্য বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত জমির পরিমান (হেক্টর)	৫৬৫
গো চারন এলাকার আয়তন (হেক্টর)	১২০
চা বাগানের তথ্য:	
বাগানের সংখ্যা	২০টি
বাগানের আয়তন (হেক্টরে)	১১১৭৭
উৎপাদন (মে.টন)	৪৮৫৫৫

বিবরণ	সংখ্যা/পরিমান	
মাটির গঠনগত বৈশিষ্ট অনুযায়ী কৃষি জমির পরিমাণ:		
এটেল মাটি (হেক্টর)	১৯০৪৫	৯%
এটেল দোয়াশ মাটি (হেক্টর)	৬৭৭১৫	৩২%
দোয়াশ (হেক্টর)	৬৯৮৩১	৩৩%
বেলে দোয়াশ মাটি (হেক্টর)	৪২৩২২	২০%
বেলে মাটি (হেক্টর)	১২৬৯৭	৬%
মোট জমি (হেক্টর)=	২১১৬১০	
এইজেড অনুযায়ী কৃষি জমির পরিমাণ (হেক্টরে):		
এইজেড ২০	১৪৮১২৭	৭০ %
এইজেড ২১	৬৩৪৮	৩ %
এইজেড ২২	৪০২০৬	১৯ %
এইজেড ২৯	১৬৯২৯	৮ %
মোট জমি (হেক্টর)=	২১১৬১০	
ভূমির শ্রেনী বিন্যাস অনুযায়ী কৃষি জমির পরিমাণ (হেক্টরে):		
উঁচু	২৯৬২৫	১৪ %
মাঝারী উঁচু	৬৯৮৩১	৩৩ %
মাঝারী নীচু	৬১৩৬৭	২৯ %
নীচু	৩৮০৯০	১৮ %
অতি নীচু	১২৬৯৭	৬ %
মোট=	২১১৬১০	

জেলার মোট জমির বিবরণ:	
আবাদযোগ্য জমি (হেক্টর) (ক+খ+গ)	২১১৬১০ হেক্টর
ক) আবাদী জমি (বর্তমানে আবদের অধীনে আছে এমন জমি) (Net Cropped Area)	২০০৫৬৮ হেক্টর
খ) সাময়িক পতিত (কোন কারনে পুরো ১ বৎসর আবাদ হয় নাই)	৯১৫২ হেক্টর
গ) চাষযোগ্য স্থায়ী পতিত (বিগত পাঁচ বছরে আবাদ হয়নি এমন)	১৮৯০ হেক্টর
ঘ) জলাশয়(নদী ,নালা ,খাল ,বিল ,পুকুর দ্বারা আবৃত পানির নীচের জমি)	৩৮৭২০ হেক্টর
ঙ) বাড়ী ঘর, রাস্থাঘাট ,মিলকারখানা, হাটবাজার ও অন্যান্য অবকাঠামো ও স্থাপনা	৯৪৮৮০ হেক্টর

-চলমান-

বিবরণ	সংখ্যা/পরিমান	
মৌসুম ভিত্তিক পতিত জমির হিসাব:		
রবি মৌসুমে শস্য বিন্যাস ভিত্তিক পতিত	৬৪১৩৪হেক্টর	৩২%
খরিপ-১ মৌসুমে শস্য বিন্যাস ভিত্তিক পতিত	১২৪৬৩৩হেক্টর	৬২%
খরিপ-২ মৌসুমে শস্য বিন্যাস ভিত্তিক পতিত	৫৪০১৯হেক্টর	২৭%
চাষযোগ্য মৌসুম ভিত্তিক সাময়িক পতিত জমির বিবরণ:		
রবি মৌসুমে	৪১৭৯৮হেক্টর	২১%
খরিপ-১ মৌসুমে	২৩৮৫৯হেক্টর	১২%
খরিপ-২ মৌসুমে	৯৪২৬হেক্টর	৫%
ফসল উৎপাদন অনুযায়ী জমির পরিমান (হেক্টর):		
এক ফসলী জমি	৫২৩৬১হেক্টর	২৬ %
দু'ফসলী জমি	১৩৮৭৭২হেক্টর	৬৯ %
তিন ফসলী জমি	৯৪৩৫হেক্টর	৫ %
নীট ফসলী জমি (প্রকৃত ফসলী জমির সমষ্টি)	২০০৫৬৮হেক্টর	
মোট ফসলী জমি(ব্যবহারের ভিত্তিতে ফসলী জমির সমষ্টি)	৩৫৮২১০হেক্টর	
ফসলের নিবিড়তা (%)	১৭৮ %	
জমি ব্যবহারের ঘনত্ব (%)	৫৮	

ঘ. ২০২১-২২ অর্থ বছরের সিলেট জেলায় মাসভিত্তিক ও বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের তথ্য:

ক্র. নং	মাসের নাম	মোট বৃষ্টিপাত (মি:মি:)
১	জুলাই/২০২১	৩০৭
২	আগস্ট/২০২১	৪৬৪
৩	সেপ্টেম্বর/২০২১	৯৭
৪	অক্টোবর/২০২১	১০১
৫	নভেম্বর/২০২১	০
৬	ডিসেম্বর/২০২১	১০
৭	জানুয়ারি/২০২২	১৩.২২
৮	ফেব্রুয়ারি/২০২২	২০.৯৯
৯	মার্চ/২০২২	৪৫
১০	এপ্রিল/২০২২	২১৩.৬১
১১	মে/২০২২	৪৬৫
১২	জুন/২০২২	৭০৬
	সর্বমোট=	২৪৪২.৮২

ঙ. সিলেট জেলায় বিদ্যমান শস্য বিন্যাসঃ

ক) শস্য বিন্যাস ভিত্তিক এক ফসলী জমি (হেক্টরে)

আদা বৎসরব্যাপী	১৩৫	**এক ফসলীর মোটঃ-৫২৩৬১**
হলুদ বৎসরব্যাপী	১৩০	
ফল বাগান বৎসরব্যাপী	১২৮০	
আখ বৎসরব্যাপী	১৮	
বোরো-পতিত-পতিত	৩৫১৫০	
পতিত-চিনা বাদাম-পতিত	২৭	
ফডার ক্রপ বৎসরব্যাপী	৫	
পান বৎসরব্যাপী	২৫৬	
পতিত-পতিত-রোপা আমন	১৩৫৭৩	
পতিত-বোনা আমন-পতিত	১৭৬০	
অড়হর-পতিত-পতিত	২৭	

খ) শস্য বিন্যাস ভিত্তিক দুই ফসলী জমি (হেক্টরে)

বোরো -পতিত- রোপা আমন	৪২০৬০	বাদাম -পতিত-রোপা আমন	১৩০
সরিষা+বোরো-পতিত-পতিত	২৭১০	পতিত-মুগ-রোপা আমন	৬৮
ধনিয়া+বোরো-পতিত-পতিত	৭২৫	গম -পতিত-রোপা আমন	৩১০
ধনিয়া-পতিত-রোপা আমন	১২১৫	ভূট্টা -পতিত-রোপা আমন	৪২৫
সরিষা-বোনা আমন-পতিত	৩৪০	পতিত -আউশ - রোপা আমন	৪৮৬৭৫
ধনিয়া-বোনা আমন-পতিত	১৫০	পিঁয়াজ -পতিত-রোপা আমন	৫৪০
আলু-পতিত-রোপা আমন	১৫৬০	রসুন-পতিত-রোপা আমন	২১০
মিষ্টিআলু-পতিত-রোপা আমন	১৪৬	মরিচ-পতিত-রোপা আমন	১৮৭০
মুগ-পতিত-রোপা আমন	৩৬	সবজি (শীত)-আউশ-পতিত	৭৫৭০
ছোলা -পতিত-রোপা আমন	৩৫	পতিত-তিল-রোপা আমন	৩১
মটর -পতিত-রোপা আমন	৭১	ফল বাগান(তরমুজ)-পতিত-রোপা আমন	২৫০
মসুর -পতিত-রোপা আমন	১৩৫	সবজি (শীত)-তিল-পতিত	৪৫
খেসারী -পতিত-রোপা আমন	৪৫	সবজি (শীত)-পাট শাক-পতিত	২৬০
মাসকালাই -পতিত-রোপা আমন	৪৪৫	সবজি (শীত)-মরিচ-পতিত	২০৫
গর্জনতিল -পতিত-রোপা আমন	২১৫	সবজি (শীত)-পতিত- রোপা আমন	২০৪৩৫
তিষি -পতিত-রোপা আমন	১০	সবজি (শীত) - সবজি(গ্রীষ্ম) - পতিত	৭৩০০
সূর্যমুখী -পতিত-রোপা আমন	৫৫০		
দুই ফসলী মোট জমির পরিমাণ=		**১৩৮৭৭২**	

গ) শস্য বিন্যাস ভিত্তিক তিন ফসলী জমি (হেক্টরে)

সরিষা+বোরো - রোপা আমন	৩৬০	**তিন ফসলী মোট-৯৪৩৫**
ভুট্টা-আউশ-রোপা আমন	১২৫	
সবজি - আউশ - রোপা আমন	৩০৩০	
সরিষা-আউশ-রোপাআমন	৪১০	
সবজি +বোরো - রোপাআমন	১২৮০	
মাসকলাই-বোরো-রোপা আমন	১১৫	
বোরো-আউশ-রোপা আমন	২১৪০	
সবজি(শীত)-সবজি(গ্রীষ্ম)-সবজি(গ্রীষ্ম)	১৯৭৫	

চ. সিলেট জেলায় চলমান প্রকল্প ও প্রকল্পভূক্ত উপজেলাসমূহঃ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	প্রকল্পভুক্ত উপজেলাসমুহ	কার্যক্রমসমুহ
১	রাজস্ব খাতের অর্থায়নে প্রদর্শনী	জুলাই/১৬ থেকে শুরু চলমান	জেলার সকল উপজেলা	প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস
২	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	জানুয়ারি/২০২২ডিসেম্বর/২০২৬	জেলার সকল উপজেলা	প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ
৩	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায় উন্নতমানের ধান,গম,পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	এপ্রিল/২০১৯-জুন/২০২৩	জেলার সকল উপজেলা	প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস
৪	অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রকল্প	জানুয়ারি/২০২১-ডিসেম্বর/২০২৩	জেলার সকল উপজেলা	প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস
৫	কৃষি আবহাওয়া তথ্য প্রযুক্তি উন্নতকরণ প্রকল্প	জুলাই/২০১৬-জুন/২০২১	জেলার সকল উপজেলা	প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস
৬	সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প	জুলাই/২০২০-জুন/২০২৫	জেলার সকল উপজেলা	প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস
7	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজ প্রোগ্রাম ফেজ-২ প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)	অক্টোবর/২০১৫- জুন/২০২৩	সিলেট সদর, জৈন্তাপুর ,বিয়ানীবাজার, দ. সুরমা, গোলাপগঞ্জ	প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ
৮	লেবু জাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	এপ্রিল/২০১৯-ডিসেম্বর/২০২৪	গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর ,বিয়ানীবাজার, বিশ্বনাথ, গোলাপগঞ্জ	প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ
৯	কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প	মার্চ/২০১৯-ডিসেম্বর/২০২৩	দ. সুরমা, বিশ্বনাথ, গোলাপগঞ্জ	প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ
১০	পরিবেশ বান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প	অক্টোবর/২০১৮-জুন/২০২৪	কানাইঘাট,গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার , কোম্পানীগঞ্জ,জৈন্তাপুর	প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস
১১	সৌর শক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলট প্রকল্প	জুলাই/২০১৭-জুন/২০২৩	সিলেট সদর, গোলাপগঞ্জ, বালাগঞ্জ, বিশ্বনাথ	প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ
১২	উপজেলা পর্যায় প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	জানুয়ারি/২০১৮-জুন/২০২২	জৈন্তাপুর, কানাইঘাট, জকিগঞ্জ	প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস
১৩	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	জুলাই/২০২০-জুন/২০২৫	কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইঘাট, বিয়ানীবাজার	প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস
১৪	কাজুবাদাম ও কফি চাষ গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	জানুয়ারি/২০২১-ডিসেম্বর/২০২৫	বিয়ানীবাজার, জৈন্তাপুর, গোলাপগঞ্জ	প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস
১৫	ভাসমান বেডে সব্জী ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প	জুলাই/২০১৭-জুন/২০২৩	গোলাপগঞ্জ	প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ
১৬	ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট	জানুয়ারি/২০২২২-ডিসেম্বর/২০২৬	জৈন্তাপুর	প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস

ছ. ফসল আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশলঃ

১.আনুভূমিক বৃদ্ধি (Horizontal Expansion)ঃ

-ফসলের আওতায় জমির পরিমান বাড়ানোর মাধমে উৎপাদন বৃদ্ধি

২. উলম্ব বৃদ্ধি (Vertical Expansion)ঃ

-আধুনিক প্রযুক্তি ও সঠিক উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে একই পরিমাণজমি থেকে অধিক ফসল উৎপাদন

৩. ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি(Increasing Cropping Intensity)ঃ

-স্বল্প মেয়াদী জাত চাষ করে বছরে একই জমি হতে একের অধিকফসল উৎপাদন

জ.খরিপ-২/২০২৩-২৪ মৌসুমে ফসল আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা:

মৌসুম: খরিপ-২ (১৬ জুলাই হতে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত)

জেলার আয়তন (বর্গ কিমি এবং হেক্টরে)	জেলার খরিপ-১ মৌসুমে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ (হে.)	গত খরিপ-২ মৌসুমে অর্জিত ফসল আবাদ তথ্য				আগামী খরিপ-২ মৌসুমে ফসল আবাদ লক্ষমাত্রা			খরিপ-২ মৌসুমে আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ (হে.)	খরিপ-২ মৌসুমে আবাদযোগ্য জমি পতিত থাকার কারণ	আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির ফসলভিত্তিক সুনিদিষ্ট কৌশল
		ফসলের নাম	আবাদকৃত জমি (হে.)	ফলন (মে.টন/হে:)	মোট উৎপাদন (মে.টন)	আবাদকৃত জমি (হে.)	ফলন (মে.টন/হে:)	মোট উৎপাদন (মে.টন)			
৩৪৫২.১ বর্গকিমি ৩৪৫২১০ হেক্টর	২১১৬১০	**দানা ফসল:**							৫৪০১৯	সংযুক্তি-১	সংযুক্তি-২
		রোপা আমন :									
		হাইব্রিড	৪৫০	**৩.১০**	১৩৯৫	**৫০০**	৩.১০	১৫৫০			
		উফশী	১১৫৮৪৯	**২.৮১**	৩২৫৫৩৬	**১১৯৬৬০**	২.৬১	৩৩৭৪৪১			
		স্থানীয়	২৭১৭৪	**১.৫০**	৪০৭৬১	**২৩৩২০**	১.৩৫	৩৪৯৮০			
		মোট=	**১৪৩৪৭৩**	**২.৫৬**	**৩৬৭৬৯২**	**১৪৩৪৮০**	**২.৬১**	**৩৭৩৯৭১**			

ঝ. নিবিড় বার্ষিক ফসল উৎপাদন কর্মসূচি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরেখরিপ-২ /২০২৩-২৪ মৌসুমে বিভিন্ন ফসলেব আবাদ ও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার উপজেলাওয়ারী বিভাজনঃ

উপজেলার নাম	খরিপ মৌসুম২											
	রোপা আমন											
	আবাদী জমির লক্ষ্যমাত্রা (হে.)				ফলনের লক্ষ্যমাত্রা (চাউলে) মে.টন/হে.				উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (চাউলে) মে.টন			
	হাইব্রিড	উফশী	স্থানীয়	মোট	হাইব্রিড	উফশী	স্থানীয়	গড়	হাইব্রিড	উফশী	স্থানীয়	মোট
সিলেটসদর	৩৫	৭৪০২	১৪০০	৮৮৩৭	৩.১০	২.৮২	১.৫০	২.৬১	১০৮.৫০	২০৮৭৩.৬৪	২১০০.০০	২৩০৮২.১৪
দক্ষিণসুরমা	৩৫	৬৮৬৫	১৩০০	৮২০০	৩.১০	২.৮২	১.৫০	২.৬১	১০৮.৫০	১৯৩৫৯.৩০	১৯৫০.০০	২১৪১৭.৮০
গোয়াইনঘাট	২০	১৪৪১৫	২৮০০	১৭২৩৫	৩.১০	২.৮২	১.৫০	২.৬১	৬২.০০	৪০৬৫০.৩০	৪২০০.০০	৪৪৯১২.৩০
বালাগঞ্জ	৫০	৬৪২৫	১২০০	৭৬৭৫	৩.১০	২.৮২	১.৫০	২.৬২	১৫৫.০০	১৮১১৮.৫০	১৮০০.০০	২০০৭৩.৫০
ওসমানীনগর	৭০	৭২২০	১৪০০	৮৬৯০	৩.১০	২.৮২	১.৫০	২.৬১	২১৭.০০	২০৩৬০.৪০	২১০০.০০	২২৬৭৭.৪০
কোম্পানীগঞ্জ	১০	৮৩৭৫	১৬০০	৯৯৮৫	৩.১০	২.৮২	১.৫০	২.৬১	৩১.০০	২৩৬১৭.৫০	২৪০০.০০	২৬০৪৮.৫০
বিশ্বনাথ	১০	১১১১০	২১০০	১৩২২০	৩.১০	২.৮২	১.৫০	২.৬১	৩১.০০	৩১৩৩০.২০	৩১৫০.০০	৩৪৫১১.২০
ফেঞ্চুগঞ্জ	১০	৪৮৫৫	৯৪৫	৫৮১০	৩.১০	২.৮২	১.৫০	২.৬১	৩১.০০	১৩৬৯১.১০	১৪১৭.৫০	১৫১৩৯.৬০
গোলাপগঞ্জ	৫৫	৯৬১০	১৮০০	১১৪৬৫	৩.১০	২.৮২	১.৫০	২.৬১	১৭০.৫০	২৭১০০.২০	২৭০০.০০	২৯৯৭০.৭০
জৈন্তাপুর	৫০	৯১৭০	১৭৮০	১১০০০	৩.১০	২.৮২	১.৫০	২.৬১	১৫৫.০০	২৫৮৫৯.৪০	২৬৭০.০০	২৮৬৮৪.৪০
কানাইঘাট	৫০	১৩০৭০	২৫০০	১৫৬২০	৩.১০	২.৮২	১.৫০	২.৬১	১৫৫.০০	৩৬৮৫৭.৪০	৩৭৫০.০০	৪০৭৬২.৪০
জকিগঞ্জ	৫০	১২২৩০	২৩৯০	১৪৬৭০	৩.১০	২.৮২	১.৫০	২.৬১	১৫৫.০০	৩৪৪৮৮.৬০	৩৫৮৫.০০	৩৮২২৮.৬০
বিয়ানীবাজার	৫০	৭৬৫৮	১৫০০	৯২০৮	৩.১০	২.৮২	১.৫০	২.৬১	১৫৫.০০	২১৫৯৫.৫৬	২২৫০.০০	২৪০০০.৫৬
মেট্রোপলিটন	৫	১২৫৫	৬০৫	১৮৬৫	৩.১০	২.৮২	১.৫০	২.৩৯	১৫.৫০	৩৫৩৯.১০	৯০৭.৫০	৪৪৬২.১০
মোট=	**৫০০**	**১১৯৬৬০**	**২৩৩২০**	**১৪৩৪৮০**	**৩.১০**	**২.৬১**	**১.৩৫**	**২.৬১**	**১৫৫০**	**৩৩৭৪৪১**	**৩৪৯৮০**	**৩৭৩৯৭১**

ঞ. রোপা আমন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার সাথে টাইম ফ্রেম নির্ধারণ:

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	সম্ভাব্য সময়	মন্তব্য
১	উফশী জাতের রোপা আমনের বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা	জুলাই - আগস্ট	
২	কৃষক পর্যায়ে সংরক্ষিত আমনের বীজ পরীক্ষা ও বিক্রয় ব্যবস্থা করা	জুন-জুলাই	
৩	উফশী জাতের আমন বীজের ব্যবহার	জুলাই - আগস্ট	
৪	বীজ তলা তৈরী	জুলাই - আগস্ট	আদর্শ বীজ তলা তৈরী
৫	জমি তৈরী ও সুষম সার প্রয়োগ	জুলাই - আগস্ট	
৬	সঠিক বয়সে চারা রোপণ	জুলাই - আগস্ট	২৫-৩০দিন বয়সের চারা রোপন করা
৭	সারিতে চারা রোপণ	জুলাই- সেপ্টেম্বর	এলএলপি (লাইন, লোগো, পার্চি) পদ্ধতি অনুসরণ করা
৮	পার্চিং স্থাপন	জুলাই- অক্টোবর	ডেড ও লাইব পার্চি
৯	ইউরিয়া সার উপরী প্রয়োগ (১ম কিস্তি)	চারা লাগানোর ১৫-২০ দিন পর	চারা লাগানোর ১৫-২০ দিন পর
১০	সময়মতো আগাছা দমন ও আন্তঃ পরিচর্যা	জুলাই- অক্টোবর	৩০-৩৫ দিন পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখা
১১	ইউরিয়া সার উপরী প্রয়োগ (২য় কিস্তি)	১ম উপরি প্রয়োগের ১৫-২০ দিন পর	১ম উপরি প্রয়োগের ১৫-২০ দিন পর
১২	ফসল কর্তন	নভেম্বর- ডিসেম্বর	৮০% পাকার সাথে সাথে

ট. সম্ভাব্য বীজের চাহিদা ও উৎস:

ক্র. নং	২০২৩-২৪ সনের রোপা আমন আবাদের সম্ভাব্য জমির পরিমাণ (হেক্টরে)	মোট বীজের চাহিদা (মে.টন)	সম্ভাব্য বীজের উৎস (মে.টন)				মন্তব্য
			ডিএই	বিএডিসি	অন্যান্য সংস্থা	কৃষকের নিজস্ব বীজ	
১	১৪৩৪৮০ হেক্টর (হাইব্রিড-৫০০, উফশী-১১৯৬৬০ হে: এবং স্থানীয়-২৩৩২০ হে:)	৩৭৫০	৫০০	১২০০	২০	২০৩০	

ঠ. ফসলের জনপ্রিয়/বিস্তারযোগ্য জাতের তথ্য:

ব্রি'র জাত	বিনা'র জাত	অন্যান্য জাত
ব্রি ধান৭১, ব্রি ধান৭২, ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৮৭, ব্রি ধান৯৫	বিনা ধান-১৭, ২২	-

ণ. রাসায়নিক সারের চাহিদা:

ক্র. নং	সারের নাম	মাসওয়ারী সারের পরিমাণ (মে.টন)				মোট সারের পরিমাণ (মে.টন)	মন্তব্য
		জুলাই/২০২৩	আগস্ট/২০২৩	সেপ্টেম্বর/২০২৩	অক্টোবর/২০২৩		
১	ইউরিয়া	৩৬২৩	৬৩৪৪	৭১০৬	৬৩৩২	২৩৪০৫	
২	টিএসপি	৫৩৭	১০০৪	৮৬০	৭৪৫	৩১৪৬	
৩	এমওপি	১২৭৫	৩২০০	২৬৩৮	২২০৫	৯৩১৮	
৪	ডিএপি	১৮৭৬	৩৭৪৩	৩২২৫	২৮৫৩	১১৬৯৭	
৫	জিপসাম	১২৬৪	১৯৭৫	১৪৫৫	১০৯৬	৫৭৯০	
৬	জিংকসালফেট (হেপ্টা)	১১	৪১	৩৬	৩১	১১৯	

ড. সেচ যন্ত্রের বিবরণ:

ক্র. নং	সেচ যন্ত্রের ধরণ	সেচ যন্ত্রের সংখ্যা					মন্তব্য
		ডিজেল চালিত	বিদ্যুৎ চালিত	সৌর বিদ্যুৎ চালিত	অন্যান্য	মোট	
১	ক) গভীর নলকূপ	২	১১	২	০	১৫	
২	খ) অগভীর নলকূপ	৮০	৮৭	০	০	১৬৭	
৩	গ) এল এল পি	৮৯৫৮	২৯৬	৮	০	৯২৬২	
৪	ঘ) অন্যান্য	০	০	০	৫৬০০	৫৬০০	
	মোট=	**৯০৪০**	**৩৯৪**	**১০**	**৫৬০০**	১৫০৪৪	

ঢ. সম্পূরক সেচের পরিস্থিতিঃ

অত্র জেলার রোপা আমন জমিতে প্রয়োজনীয় সম্পূরক সেচের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহন করা যেতে পারে:

১। সম্পূরক সেচের এলাকা চিহ্নিতকরণ

২। কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ

৩। ব্যক্তিগত যোগাযোগ

৪। দলীয় সমাবেশ

৫। কৃষক সমাবেশ

৬। জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রোপা আমন আবাদের এলাকা সম্প্রসারণ

ঞ. খরিপ-২/২০২৩-২৪ মৌসুমে বিশেষ সম্প্রসারণ কর্মপরিকল্পনা:

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা/শতকরা হার
০১	হাইব্রিড জাতের রোপা আমন আবাদ এলাকা বৃদ্ধি	০৫ %
০২	উফশী জাতের আমন বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা	১০০%
০৩	কৃষক পর্যায়ে সংরক্ষিতআমনবীজ পরীক্ষা ও বিক্রয় ব্যবস্থা করা	১০০%
০৪	আর্দশ বীজতলা তৈরী	২০%
০৫	সুষম সারের ব্যবহার	৬০%
০৬	জৈব সারের ব্যবহার	১০%
০৭	সঠিক বয়সের চারা রোপন	৮০%
০৮	সারিতে চারা রোপন	৬০%
০৯	পার্চিং	১০০%
১০	সময়মতো আগাছা দমন ও আন্তঃ পরিচর্যা	৮০%
১১	আইসিএম/ আইপিএম (জৈবিক বালাই দমন) পদ্ধতির মাধ্যমে চাষ	৬০%
১২	জৈবিক বালাই দমনের মাধ্যমে সব্জী চাষ (০২ হেঃ /ব্লক)	৬৪২ হেঃ
১৩	আলোক ফাঁদ স্থাপন (১০টি /ব্লক)	৬৪২০টি
১৪	খামার জাত সার তৈরি (৫০টি /ব্লক)	১৬০৫০টি
১৫	কম্পোষ্ট তৈরি (৫০ টি /ব্লক)	১৬০৫০টি

সংযুক্তি-১

ত. খরিপ-২ মৌসুমে জমি পতিত থাকার কারণ ও আবাদ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট কৌশলঃ

বছরব্যাপী আবাদযোগ্য জমি অনাবাদী থাকার কারণ	আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির সুনিদিষ্ট কৌশল
➢ আবহাওয়ার বিরুপ প্রতিক্রিয়ার বৃষ্টিপাতের অভাবে সঠিক সময়ে আমন চাষাবাদ সম্ভব নয়। ➢ অপর্যাপ্ত সেচ সুবিধা । ➢ শুষ্ক মৌসুমে ভূ-উপরিস্থ পানির স্বল্পতা । ➢ আগাম/ আকষ্কিক বন্যা (Flash flood)। ➢ পাহাড়ী ঢল ও অতি বৃষ্টিতে ফসল হানি এবং বাঁধ বা বেড়ী বাঁধ ভেঙ্গে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়ার ভয়। ➢ ভূ-গর্ভস্থ পাথর ও গ্যাসের কারনে গভীর ও অগভীর নলকুপ স্থাপন করা সম্ভব হয় না। ➢ পোকা মাকড় ও রোগ বালাই। ➢ খরা সহনশীল জাতের অভাব। ➢ শ্রমিক স্বল্পতা। ➢ প্রবাসী জমির মালিকগণ (Absentee land lord) জমি বর্গা দিতে অনাগ্রহী। ➢ অবাধ গো-চারণ ➢ ফসল উৎপাদনে সময়মত কৃষি ঋণ না পাওয়া। ➢ কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হওয়ায় আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ।	➢ মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই রোপাআমন আবাদ যোগ্য জমি চিহ্নিত করা ➢ চিহ্নিত জমির মালিককে উদ্ধুদ্ধ করে কৃষকের তালিকা করে চাষাবাদের ব্যবস্থা নেয়া ➢ চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় বীজের চাহিদা নির্ণয় করা, বীজ প্রাপ্তির উৎস থেকে বীজ পাওয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে (বিএডিসি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রদর্শনী, স্থানীয় প্রগতিশীল কৃষক, বীজ ব্যবসায়ী) ➢ আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করে চাষাবাদ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা নেয়া হবে (সময়মত বীজ বপন, সুষম সার, রোপন, সেচ, রোগ-বালাই, ফল কর্তন ইত্যাদি) ➢ বিভিন্ন কৃষক প্রশিক্ষণ, গ্রুপ মিটিং, উঠান বৈঠকে বোরো চাষাবাদ সর্ম্পকিত আলোচনার মাধ্যমে কৃষকদেরকে আরও আগ্রহী করা ➢ প্রণোদনা ও পুর্নবাসন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ➢ উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন তহবিল হতে প্রাপ্ত বরাদ্দ দ্বারা গৃহিত কর্মসূচি ➢ স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন জাতের আবাদ সম্প্রসারণ করা। ভালো ফলনের নিমিত্ত কমপক্ষে ১/২ বার সেচ প্রদানের পরামর্শ দেয়া ➢ বিভিন্ন সভা সেমিনারে বিভিন্ন ফসল আবাদের আবশ্যকতা নিয়ে আলোচনা করা ➢ স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার সর্ম্পকে আরও সচেতন করে গড়ে তোলা ➢ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রতিকুল অবস্থা চিহ্নিত করে তার সমাধানের ব্যবস্থা নেয়া কিংবা অন্তরায়সমুহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা ➢ প্রচলিত শস্যবিন্যাস পূর্নবিন্যাসের মাধ্যমে আবাদ সম্প্রসারণ করা ➢ বিদ্যমান খাল সংস্কার এবং নদী থেকে ডাবল লিফটিং পদ্ধতিতে সেচের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ➢ প্রাকৃতিক জলাধার,ডোবা,খাল ও নালায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা। ➢ প্রবাসী জমির মালিকদের জমি আইনের আওতায় এনে চাষাবাদ করা ➢ খামার যান্ত্রিকীরণ- পাওয়ার টিলার,ট্রাক্টর,রাইস ট্রান্সপ্লান্টার,কম্বাইন্ড হারবেস্টর,রিপার,পাওয়ার থ্রেসার ব্যবহার বৃদ্ধি করা। ➢ স্থায়ী পতিত জমিতে পুকুর খনন করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা। ➢ বর্গাচাষীদের কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা। ➢ পাহাড়ি ছড়ায় ছোট ছোট বাঁধ অথবা স্লুইচ গেইটের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করা। ➢ খরা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন ও আবাদ বৃদ্ধি করা। ➢ খাল খনন করে পানির উৎস তৈরী এবং প্রকল্প/ সরকারী অর্থায়নে সেচযন্ত্র সরবরাহ ও তার সঙ্গেঁ উচ্চ ফলনশীল জাতের প্রদর্শনী স্থাপন। ➢ সরকারী পুকুর লিজ না দেওয়া এবং সেচ কাজে ব্যবহার করা।

সংযুক্তি-২:

থ. খরিপ-২/২০২৩-২৪ মৌসুমে আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির ফসলভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কৌশল:

ক্র/নং	প্রস্তাবিত উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল	প্রস্তাবিত উৎপাদন বৃদ্ধিতে করণীয়
১.	আসন্ন ২০২৩-২০২৪ রোপা আমনমৌসুমে মোট আবাদের লক্ষমাত্রা ১৪৩৪৮০ হেক্টর যার মধ্যে হাইব্রিড ৫০০ হেক্টর, স্থানীয় ২৩৩২০ হেক্টর ও উফশী ১১৯৬৬০ হেঃ উচ্চ ফলনশীল জাতের আবাদ এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ।	ক) এলাকা ভিত্তিক উপযুক্ত জাতের হাইব্রিড ও উচ্চ ফলনশীল রোপা আমন বিশেষ করে ব্রি ধান৭১,৭৫, ৮৪, ৮৭, ৯০, ৯৫, বিনা ধান- ১৭,২২, ব্রি হাইব্রীড ধান ৪,৬ জাতের আবাদ সম্প্রসারণ খ) আগাম জাতের (ব্রি ধান৭১, ৭৫, ৮৭, বিনা ধান-১৭,২২ ব্রি হাইব্রীড ধান ৪,৬) উচ্চ ফলনশী রোপা আমন ধানের আবাদ বৃদ্ধি করা।
২.	মান সম্মত উফশী আউশ ধানের বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। (হাইব্রীড-৭.৫০ মেঃটন , উফশী-৩৭৪২.৫০মেঃটন)	ক) ব্রি, বিনা, বিএডিসি ও বীজ আমদানীকারকদের মাধ্যমে মান সম্মত উফশী জাতের বীজ সময়মত সরবরাহ নিশ্চিত করা। খ) আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নমানের বীজ উৎপাদন,সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় কৃষকের নিকট সংরক্ষিত বীজ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৩.	ফলন ব্যবধান কমানোর লক্ষ্যে আদর্শ বীজতলা তৈরী ও সঠিক বয়সের চারা রোপণ।	ক) আদর্শ বীজতলা তৈরী খ) আদর্শ বীজতলার যথোপযুক্ত পরিচর্যা নিশ্চিত করা। গ) সঠিক বয়সের চারা রোপণ নিশ্চিত করা। ঘ) সঠিক গভীরতায় চারা রোপণ।
৪.	রোপা আমন ধানের জাত এবং AEZ অনুযায়ী পরিমিত সার ব্যবহারের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধিকরণ।	ক) জাতওয়ারী সার ব্যবহারের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ। খ) জৈব সারের প্রস্তুত ও ব্যবহার উৎসাহিত করা। গ) AEZ ও জাতওয়ারী সারের মাত্রা ব্যবহারে সহযোগীতা প্রদান। ঘ) মাটি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বোরো ধান চাষে উৎসাহিত ও সহযোগীতা করা
৫.	সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ। হাইব্রীড-৫০০ হেঃ, উফশী ও স্থানীয়-১৪২৯৮০ হেঃ	ক) সময়মত জমি চাষ ও উপযুক্ত বয়সে (২৫-৩০ দিন) চারা রোপণ। খ) সঠিক দূরত্বে চারা রোপণ। গ) সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনার কৌশল প্রয়োগ। ঘ) গবেষণা ও মাঠ পর্যায়ের ফলনের পার্থক্য কমানোর জন্য সঠিক সময়ে উপযুক্ত মাত্রায় সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা জোরদার করা। ঙ) সময় মত আগাছা ও পোকামাকড় দমন।

ক্র/নং	প্রস্তাবিত উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল	প্রস্তাবিত উৎপাদন বৃদ্ধিতে করণীয়
৬.	পানির অপচয় কমিয়ে কার্যকরী সেচ ব্যবস্থা জোরদার করণ। (বিদ্যমান সেচযন্ত্র সংখ্যা ঃ- গনকু-১৫টি, অগনকু-১৬৭টি,এলএলপি-১৪,৮৬২টি)	ক) বিদ্যমান সেচ যন্ত্রের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা। খ) সম্ভাব্য উপযুক্ততার ভিত্তিতে সম্ভাব্য নতুন সেচযন্ত্র স্থাপনে সহযোগীতা করা। গ) ভূ-উপরস্থ প্রাকৃতিক উৎসের পানির যথাযথ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। ঘ) পানি অপচয় রোধে ফিতাপাইপ ব্যবহার করা
৭.	সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড় দমন।(আইপিএম) (৬৭,৭৬০ হেঃ)	ক) রোপনের পূর্বে বীজ শোধনের উপর গুরুত্ব আরোপ। খ) পোকা-মাকড় দমনে আইপিএম পদ্ধতি প্রয়োগ। গ) শতভাগ পার্চিং কার্যক্রম গ্রহন করা। ঘ) আলোক ফাঁদ ব্যবহার নিশ্চিত করণ। ঙ) সার্ভিলেন্স ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা। চ) বিপিএইচ প্রবন এলাকায় বিশেষ প্রতিরোধ মূলক কার্যক্রম গ্রহন। ছ) ব্লাষ্ট প্রতিরোধে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহন করা।
৮.	সময়মত কর্তন, মাড়াই ও ঝাড়াই	ক) কৃষক সমাবেশ, প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবস এর মাধ্যমে কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ খ) প্রদর্শনী স্থাপন গ) কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার, রিপার, পাওয়া ত্রেসার/ মাড়াই যন্ত্র প্রস্তুত রাখা ও ব্যবহার নিশ্চিত করা
৯.	মনিটরিং ও তদারকি জোরদার করা।	ক) কর্মকর্তাদের সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কর্ম এলাকা বন্টন করা। খ) নিয়মিত তদারকি ও প্রতিবেদন দাখিল করা

দ. উপসংহার

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সিলেট জেলায় বিনা, বারি, ব্রিসহ অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংস্থা এবং কৃষকদের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণের কার্যক্রম সফলতার সাথে করে যাচ্ছে। নতুন ও আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করার উদ্দেশ্যে মাঠ পর্যায়ে উদ্বুদ্বকরনের মাধ্যমে ও বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় কৃষক/কৃষানীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রদর্শনী স্থাপন, ফিতা পাইপ ব্যবহার, ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র, স্প্রে মেশিন বিতরণ কার্যক্রমের কাজ করে যাচ্ছে, বিশেষ করে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প নেয়া হয়েছে সিলেট অঞ্চলের পতিত জমি কিভাবে চাষাবাদের আওতায় আনা যায়। তাছাড়া নতুন জাত সম্প্রসারণ,ভেলিডেশন ট্রায়াল, কমিউনিটি পর্যায়ে বীজ উৎপাদন,সুষম সার ব্যবহার,গুটি ইউরিয়া ও এলসিসি ব্যবহার, সমন্বিত বালাই দমন কার্যক্রম সম্প্রসারণ, স্থানীয় পর্যায়ে কৃষক/কৃষানীদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিনিময় করে বীজের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণসহ অন্যান্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম সফলতার সাথে এগিয়ে চলছে। মাঠ পর্যায়ে উদ্ভুত কৃষকদের কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় নিরলসভাবে মাঠ পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে।

সিলেট জেলার একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জমির মালিক প্রবাসী। তাঁদেরকে কৃষিতে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করা হলে উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাবে। যান্ত্রিক চাষাবাদে অর্থাৎ ফসল উৎপাদন থেকে সংরক্ষণ পর্যন্ত কৃষি যন্ত্র ব্যবহারে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করতে পারলে সঠিক সময়ে শ্রমিকদের অভাব অনেকটা লাঘব হবে। খরিপ-২ মৌসুমে রোপা আমন ধান উৎপন্ন হয়। খরিপ মৌসুমে অনেক জমি সেচ সুবিধার অভাবে পতিত থাকে। এখানে কৃষি শ্রমিকের সংকট প্রকট। পানির উৎস ও সেচ অবকাঠামোর মারাত্নক অপর্যাপ্ত রয়েছে। এখানে অনেকগুলো খাল ও ছড়া রয়েছে যা পরিকল্পনা মাফিক সংস্কার বা পুনঃখনন করা হলে অনেক জমি আবাদের আওতায় আনা যাবে। গভীর/অগভীর নলকূপ স্থাপনে বিশেষ সুবিধা না থাকায় খরিপ মৌসুমে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। সিলেট জেলার কৃষিতে সার্বিক উন্নয়নের জন্য অনাবাদি জমি আবাদের আওতায় আনার জন্য কৃষকদের চাহিদাভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সিলেট জেলার কৃষিতে রয়েছে স্থানীয় ছোট বড় অনেক চ্যালেঞ্জ। এ সমস্ত চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখেই এ কৃষি সম্প্রসারণ ধারণাপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্প্রসারণ কার্যক্রমের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে অত্র জেলার কৃষি আবাদী জমি, উৎপাদন ও শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি পাবে। স্থানীয় কৃষকের খাদ্য, পুষ্টির চাহিদা মিটিয়ে জাতীয় কৃষি উৎপাদন তথা আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে। এছাড়া দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃক ৩১ দফায় নির্দেশনার আলোকে খাদ্য উৎপাদন চালু রাখা । অধিক খাদ্য উৎপাদন, পতিত জমি আবাদের আওতায় আনা, খাদ্য বহুমুখী করণের লক্ষ্যে সিলেট জেলার জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। ধারণাপত্র অনুযায়ী সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা গেলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি পাবে।